২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

জানুয়ারি ২০২৪

অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ বিভাগের ওয়েব সাইট: www.mof.gov.bd

২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন,২০০৯ এর ১৫(৪) ধারার
বিধানমতে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত

আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এমপি
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন	১-৩৩
পরিশিষ্ট	২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন	৩৫-৪৫
(ক)	রাজস্ব পরিস্থিতি	৩৬-৩৮
(খ)	সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি	৩৯-৪১
(গ)	বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন	৪২
(ঘ)	মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি	৪৩
(ঙ)	বৈদেশিক খাত	৪৪
(চ)	মূল্যস্ফীতি	৪৫

সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ এর ১৫(৪) ধারার বিধানমতে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

মাননীয় স্পিকার

০১। প্রতিবেদনের প্রারম্ভে আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে; যিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং জীবন দিয়ে এদেশের প্রতি তাঁর ভালোবাসার শেষ বিন্দুটুকুও উৎসর্গ করেছেন। অতল শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি পঁচাত্তরের পনেরো আগস্টের কালরাতে শাহাদাত বরণকারী বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেসা মুজিবসহ জাতির পিতার পরিবারবর্গকে। স্মরণ করছি অমর একুশের শহিদদের, একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লক্ষ শহিদ এবং নির্যাতিতা দুই লক্ষ মা-বোনকে। কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করছি শহিদ জাতীয় চার নেতাকে।

০২। বাংলাদেশ এক অপার সম্ভাবনাময় দেশ। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও আর্থসামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। কোভিড-১৯ ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ উদ্ভূত অর্থনৈতিক সংকট হতে উত্তরণ, কোভিড-১৯ মোকাবেলায় প্রণোদনা প্যাকেজসমূহের বাস্তবায়ন, পদ্মাসেতু, মেট্রোরেল ও বঙ্গবন্ধু টানেল চালুকরণসহ বিভিন্ন অগ্রাধিকারভুক্ত প্রকল্পসমূহের কাজ সময়মত সম্পন্ন করা, সামাজিক নিরাপত্তার আওতা সম্প্রসারণ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কৃষিখাতে প্রণোদনা প্রদানসহ সর্বোপরি অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় সরকার অত্যন্ত আন্তরিকভাবে কাজ করছে। দীর্ঘ ১৫ বছরের পথ পরিক্রমায় আমরা ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে এবং নিম্ন আয়ের দেশ হতে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তীর্ণ হয়েছি। স্বাধীনতার চেতনা সমুন্নত রেখে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০ - জুন ২০২৫) এবং ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)-এর বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। পাশাপাশি, টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট, ২০৩০ এবং ব-দ্বীপ

পরিকল্পনা, ২১০০ বাস্তবায়নের কাজও এগিয়ে চলছে। আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার আদলে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি সুখি, সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশে রুপান্তর করার লক্ষ্যে কাজ করছি।

০৩। গত কয়েকবছর ধরে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে একধরনের অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছে। কোভিড-১৯ অতিমারি শুরুর পূর্বে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারা বজায় ছিল। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রেকর্ড ৭.৮৮ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি (ভিত্তিবছর ২০১৫-১৬ হিসাবে) অর্জিত হয়। পরবর্তীতে করোনা ভাইরাসের অতিমারির ঋণাত্মক প্রভাবের ফলে ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার কমে ৩.৪৫ শতাংশ হয়েছিল। এ পর্যায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সরকার ২ লক্ষ ৩৭ হাজার ৬৭৯ কোটি টাকার ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজ হাতে নেয়, যা জরুরি স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্যনিরাপত্তা, কর্মসংস্থান বজায় রাখা ও অর্থনৈতিক ক্ষতি কমিয়ে আনার মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। সরকারের নেয়া বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে আমাদের অর্থনীতি 'ভি-আকৃতি'-এর মতো দ্রুত ঘুরে দাঁড়ায় এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছিল ৭.১০ শতাংশে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস হতে উদ্ভূত রাশিয়া-ইউক্রেন সংকটের ফলে বিভিন্ন পণ্য বিশেষ করে খাদ্য পণ্য ও জ্বালানীর যোগান বাধাগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি উন্নত দেশসমূহে উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও নিম্ন প্রবৃদ্ধির কারণে বৈশ্বিক অর্থনীতি এখনো নানাবিধ বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করছে। সকল বিরূপ প্রভাব সত্ত্বেও বাংলাদেশ ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৬.০৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয় যেখানে ২০২৩ সালে বৈশ্বিক গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ৩.০ শতাংশ এবং উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহে গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৪ শতাংশ। চলমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার বাজেটে ৭.৫০ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছিল, তবে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা ও সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সংশোধিত বাজেটে প্রবৃদ্ধির হার ৬.৫০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে

মাথাপিছু জাতীয় আয় ২,৭৬৫ মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যেখানে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র ৮৪২ মার্কিন ডলার। ২০২২ সালে দারিদ্র্য ও অতি দারিদ্র্যের হার কমে যথাক্রমে ১৮.৭ ও ৫.৬ শতাংশে নেমে এসেছে, যেখানে ২০০৫ সালে দারিদ্র্য ও অতি দারিদ্র্যের হার ছিল যথাক্রমে ৪০.০ ও ২৫.১ শতাংশ। এছাড়া গড় আয়ু, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করেছে। তবে ভূ-রাজনৈতিক কারণে বর্তমানে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে নানাবিধ বিরূপ প্রভাব চলমান আছে, যা থেকে বাংলাদেশও মুক্ত নয়। কিন্তু, আমি আশাবাদী এ সকল বৈরি পরিস্থিতি মোকাবেলা করে দেশ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সামনে এগিয়ে যেতে পারবে।

মাননীয় স্পিকার

০৪। এ পর্যায়ে চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের সামষ্টিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতির উপর আলোকপাত করতে চাই। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে রাজস্ব আয়, রপ্তানির প্রবৃদ্ধি, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয়, ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ প্রভৃতি মৌলিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক চলকসমূহের অবস্থান সন্তোষজনক। রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে ধনাত্মক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে তবে সরকারের কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে আমদানির ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি কিছুটা ঋণাত্মক। সার্বিকভাবে চলমান অর্থবছরে আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হবে বলে আমি আশা প্রকাশ করছি।

মাননীয় স্পিকার

০৫। আমি এখন পর্যায়ক্রমে চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের বাজেট বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতির ওপর আলোকপাত করব। প্রথমেই সামষ্টিক অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য চলকসমূহের অগ্রগতির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ মহান জাতীয় সংসদে পেশ করতে চাই।

এক নজরে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে সামষ্টিক অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি:

০৬। ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের (জুলাই-সেপ্টেম্বর) তুলনায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে-

- ✓ মোট রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধি চলমান অর্থবছরে ১৮.৪১ শতাংশ যা বিগত একই সময়ে ১০.৮১ শতাংশ ছিল। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিরতার কারণে দেশেও কিছুটা অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ বিরাজমান থাকলেও রাজস্ব আদায়ে উর্ধ্বগতি অব্যাহত রয়েছে;
- ✓ মোট সরকারি ব্যয় ১০.৯৮ শতাংশ যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১২.৫ শতাংশ ছিল;
- ✓ বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এর তথ্য অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হার দাঁড়িয়েছে মোট বরাদ্দের ৭.৬ শতাংশে, যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৮.৫৫ শতাংশ।
- ✓ বৈশ্বিক সংকট ও করোনা পরবর্তী চাহিদা বৃদ্ধির কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কিছু কমে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে দাঁড়িয়েছে ২৬.৯১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার;
- ✓ রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৯.৫১ শতাংশ। বিগত বছরের এ সময়ে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৩.৩৮ শতাংশ। রপ্তানি বাণিজ্যের চলমান ধনাত্মক প্রবৃদ্ধি আমাদের অর্থনীতিকে সামনে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ চলক হিসেবে কাজ করবে;
- ✓ দেশের আমদানির ওপর বিভিন্ন বিধি-নিষেধের কারণে আমদানি ব্যয় বিগত অর্থবছরের তুলনায় ২৩.৭৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে তবে বিগত অর্থবছরের একই সময়ে এই প্রবৃদ্ধির হার ১১.৭০ শতাংশ ছিল।

বর্তমানে বিলাস দ্রব্যের আমদানি পরিহার এবং মিতব্যয়িতার কারণে আমদানি ব্যয় হ্রাস পেয়েছে;

- ✓ জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে ১৫.৮৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের আমদানি ঋণপত্র খোলা হয়েছে যা বিগত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৮.০৩ শতাংশ কম;
- ✓ বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর ২০২২ এর ৬.৯৬ শতাংশের তুলনায় সেপ্টেম্বর ২০২৩ সময়ে হয়েছে ৯.২৯ শতাংশ। অন্যদিকে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর ২০২২ এর ৯.১০ শতাংশের তুলনায় সেপ্টেম্বর ২০২৩ সময়ে ৯.৬৩ শতাংশ হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

০৭। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন উপস্থাপনের শুরুতেই আমি দৃষ্টি দিতে চাই সরকারের রাজস্ব আহরণ ও ব্যয় পরিস্থিতির দিকে। এরপর, দেশের অন্যান্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সাম্প্রতিক চিত্র মহান সংসদে তুলে ধরার চেষ্টা করব। সবশেষে, এবারের বাজেটে গৃহীত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত সাধিত অগ্রগতির ওপর কিছুটা আলোকপাত করব। এছাড়া, প্রতিবেদনের শেষে 'পরিশিষ্ট' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে প্রথম প্রান্তিকে সরকারের আয়-ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির চিত্র।

মাননীয় স্পিকার

২০২২-২৩ অর্থবছরের রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি

০৮। শুরুতেই আমি বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরের রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতির ওপর সংক্ষেপে আলোকপাত করতে চাই। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪ লক্ষ ৩৩ হাজার কোটি টাকা

(জিডিপির ৯.৮ শতাংশ)। অর্থবছর শেষে মোট রাজস্ব আহরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৫৮৩ কোটি টাকা (জিডিপির ৮.৩ শতাংশ), যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৮৪.৬৬ শতাংশ। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ২০২১-২২ অর্থবছরের তুলনায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে এনবিআর কর রাজস্ব আদায়ে ৯.০ শতাংশ এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায়ে ১৬.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হওয়ায় মোট রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির হার হয়েছে ১০.৮ শতাংশ।

অর্থবছর ২০২৩-২৪: প্রথম প্রান্তিকের রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি

০৯। এবার দৃষ্টি ফেরাতে চাই চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রথম প্রান্তিকের রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতির দিকে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ লক্ষ কোটি টাকা (জিডিপির ৯.৯ শতাংশ)। প্রথম প্রান্তিকে আহরিত রাজস্বের পরিমাণ ৯৫ হাজার ৫০৯ কোটি টাকা, যা বাজেটের লক্ষ্যমাত্রার ১৯.১ শতাংশ। প্রথম প্রান্তিকে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৮.৪ শতাংশ বেশি। এ সময়ে কর রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ১১.৩ শতাংশ এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ৬৪.৫ শতাংশ বেড়েছে। কর আদায়ের প্রবৃদ্ধি বাড়াতে বিভিন্ন কার্যক্রম, যেমন: ১০ (দশ) লক্ষ বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ মূসক পরিশোধে ই-পেমেন্ট/এ-চালান বাধ্যতামূলক, ই-টিডিএস সিস্টেমের মাধ্যমে উৎসে কর কর্তন চালু, ক্রমান্বয়ে ০৩ (তিন) লক্ষ EFD/SDC মেশিন স্থাপনের জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি, থার্ড পার্টি ডাটা ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন করদাতা সনাক্তকরণ, Medium and Long-term Revenue Strategy (MLTRS) প্রণয়ন করার উদ্যোগ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর অনুবিভাগে Tax Expenditure Study সম্পন্নকরণের উদ্যোগ গ্রহণের ফলে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

মাননীয় স্পিকার

২০২২-২৩ অর্থবছরের সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি

১০। আমি এখন সরকারের ব্যয় পরিস্থিতির দিকে আলোকপাত করতে চাই। বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয়েছিল ৬ লক্ষ ৬০ হাজার ৫০৮ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৪.৯ শতাংশ); এর মধ্যে পরিচালনসহ অন্যান্য ব্যয় ৪ লক্ষ ৩২ হাজার ৯৪১ কোটি টাকা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয় ২ লক্ষ ২৭ হাজার ৫৬৬ কোটি টাকা। পরিচালনসহ অন্যান্য ব্যয় হয়েছে ৩ লক্ষ ৭৪ হাজার ১৯২ কোটি টাকা যা সংশোধিত বরাদ্দের প্রায় ৮৬.৪৩ শতাংশ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ১২.৩ শতাংশ বেশি। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ব্যয় হয়েছে ১ লক্ষ ৯১ হাজার ৫৬৩ কোটি টাকা যা সংশোধিত বরাদ্দের প্রায় ৮৪.১৮ শতাংশ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের এডিপি ব্যয় অপেক্ষা ২.৮৯ শতাংশ বেশি। সার্বিকভাবে ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ব্যয় হয়েছে ৫ লক্ষ ৬৫ হাজার ৭৫৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১২.৭ শতাংশ), যা ২০২১-২২ অর্থবছরের তুলনায় ৮.৯৪ শতাংশ বেশি।

অর্থবছর ২০২৩-২৪: প্রথম প্রান্তিকের সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি

১১। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে মোট ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৭ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৫.১ শতাংশ)। এর মধ্যে পরিচালনসহ অন্যান্য ব্যয় ৪ লক্ষ ৯৮ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৯.৯ শতাংশ) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয় ২ লক্ষ ৬৩ হাজার কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.২ শতাংশ)। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে মোট ব্যয় হয়েছে ৮৩ হাজার ৬৫০ কোটি টাকা (বাজেটের ১০.৯৮ শতাংশ)। এর মধ্যে পরিচালনসহ অন্যান্য ব্যয় ৬৮ হাজার ৪৯০ কোটি টাকা (বাজেটের প্রায় ১৩.৭৩ শতাংশ)। সার্বিকভাবে, চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে গত অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের তুলনায় মোট ব্যয় ১.৪৮ শতাংশ বেড়েছে, পরিচালনসহ অন্যান্য ব্যয় ১.৮৯ শতাংশ কমেছে এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় ২০.০৫ শতাংশ বেড়েছে।

১২। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দের বিবেচনায় ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয় যথা: স্থানীয় সরকার বিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, জননিরাপত্তা বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয়ে মোট ব্যয়ে বাজটের ৪৪.৪৭ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। গত অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের তুলনায় এ ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর ব্যয় ৩.৫৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ব্যয় ০.১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সর্বোচ্চ এডিপি বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ হচ্ছে স্থানীয় সরকার বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, রেলপথ মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, সেতু বিভাগ। এ ১০ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের আনুকূল বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৭২.৩ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে। আইএমইডি'র তথ্যানুসারে প্রথম প্রান্তিকে ১০টি মন্ত্রণালয়ের ব্যয় হয়েছে বার্ষিক বরাদ্দের ৭.৬ শতাংশ এবং সার্বিকভাবে মোট এডিপি বরাদ্দের ব্যয় হয়েছে ৭.৬ শতাংশ । চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে মোট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৮.৫ শতাংশ কমেছে।

মাননীয় স্পিকার

বাজেট ঘাটতি পরিস্থিতি

১৩। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৯০ কোটি টাকার বাজেট ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছে যা প্রাক্কলিত জিডিপি'র ৫.২৩ শতাংশ। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক সূত্র হতে জিডিপি'র ২.১১ শতাংশ এবং অভ্যন্তরীণ সূত্র হতে জিডিপি'র ৩.০৮ শতাংশ সংস্থানের পরিকল্পনা করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে বাজেট উদ্বৃত্ত (অনুদান ব্যতীত) দাঁড়িয়েছে ১১ হাজার ৮৬৫ কোটি টাকা; বিগত অর্থবছরে একই সময়ে বাজেট ঘাটতি ছিল ১ হাজার

৭৭৫ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক নাগাদ অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ঋণ গ্রহণ অপেক্ষা ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ৬ হাজার ৪২৫ কোটি টাকা বেশি হয়েছে এবং বৈদেশিক উৎস হতে নীট (অনুদানসহ) ৬ হাজার ৬১৫ কোটি টাকার ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

১৪। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি বিবৃতি (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩) অনুসারে ডিসেম্বর ২০২৩ সময়ে ব্যাপক মুদ্রা (M2) প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ৯.৫ শতাংশ। সেপ্টেম্বর ২০২৩ নাগাদ ব্যাপক মুদ্রার প্রকৃত প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৯.০ শতাংশ; সেপ্টেম্বর ২০২২ সময়ে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮.৬ শতাংশ। ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি মুদ্রানীতির লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সীমিত থাকায় তা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হবে। অবশ্য মুদ্রানীতি বিবৃতির মূল লক্ষ্যই ছিল মূলস্ফীতি নিয়ন্ত্রন; এ লক্ষ্যে সংকোচনমূলক বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করা হয়। ফলে, অভ্যন্তরীন ঋণের প্রবৃদ্ধি সেপ্টেম্বর ২০২২ এর ১৬.৪ শতাংশ হতে কমে সেপ্টেম্বর ২০২৩ সময়ে ১২.৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এসময় সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ২৮.১ শতাংশ হতে কমে ২৬.৩ শতাংশে এবং বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ১৩.৯ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ৯.৭ শতাংশে পৌঁছেছে। এসময় রিজার্ভ মানির প্রবৃদ্ধি ৫.২ শতাংশ হতে কমে ১.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

মূল্যস্ফীতি

১৫। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী সেপ্টেম্বর ২০২৩ শেষে সাধারণ মূল্যস্ফীতি (বারো মাসের গড় ভিত্তিতে) দাঁড়িয়েছে ৯.২৯ শতাংশ, যেখানে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ৯.৩৭ শতাংশ এবং খাদ্য বহির্ভুত মূল্যস্ফীতি ছিল ৯.৪৪ শতাংশ। উল্লেখ্য, বিগত অর্থবছরের একই সময়ে সার্বিক মূল্যস্ফীতি ছিল ৬.৯৬ শতাংশ, যেখানে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ৭.০৪ শতাংশ এবং খাদ্য বর্হিভূত মূল্যস্ফীতি ছিল ৬.৮৪ শতাংশ। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানিসহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রার হারের দ্রুত পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে দেশে উল্লেখযোগ্য পরিমানে মূল্যস্ফীতির চাপ অনুভূত হচ্ছে। তবে মুল্যস্ফীতির বর্তমান চাপ চলতি অর্থবছরের শেষ নাগাদ সহনীয় পর্যায়ে নেমে আসবে বলে আশা করা যায়।

মাননীয় স্পিকার

সুদের হার

১৬। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সরকার শুরু থেকেই বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে এসেছে। আরো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক মনিটরি টার্গেটিং ভিত্তিক মুদ্রানীতি হতে সরে এসে সুদহার লক্ষ্যভিত্তিক মুদ্রানীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। নীতি সুদহার বেশ কয়েক দফায় বাড়ানো হয়েছে এবং ঋণের সুদহারের ঊর্দ্ধসীমা তুলে দেয় হয়েছে। মে ২০২২ এ রেপো হার ছিল ৪.৭৫ শতাংশ যা পরবর্তীতে দফায় দফায় বাড়িয়ে সেপ্টেম্বর ২০২৩ নাগাদ ৬.৫০ শতাংশে উন্নীত করা হয়। অনুরূপভাবে, রিভার্স রেপো হারও পরিবর্তন করে ৪.০ শতাংশ হতে ৪.৫০ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে। এরূপ রক্ষণশীল মুদ্রানীতি অনুসরণের ফলে কলমানি রেট বৃদ্ধি পেয়ে সেপ্টেম্বর ২০২৩-এ

৬.৪১ শতাংশ হয়েছে, ২০২২ সালের একই সময়ে যা ছিল ৫.৫৩ শতাংশ। তাছাড়া বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বিল ও বন্ডের সুদহার উল্লেখযোগ্য পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণের সুদহারের নির্দিষ্ট ঊর্দ্ধসীমা তুলে দিলেও SMART রেটের সাথে সুনির্দিষ্ট মার্জিন নির্ধারণ করে ঋণের সুদহারের ঊর্দ্ধসীমা ঠিক করে দেয়ায় এবং অর্থনীতির অগ্রাধিকার খাতসমূহ যেমন-কৃষি, রপ্তানিমুখী শিল্প ও কুটির শিল্পসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে ঋণ সরবরাহ যাতে নিরবচ্ছিন্ন থাকে সে ব্যাপারে সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকায় সুদহারের এ পরিবর্তনের ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে তেমন ক্ষতিকর কোন প্রভাব পড়বে না।

মাননীয় স্পিকার

১৭। নীতি সুদহার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি করায় বাজারভিত্তিক গড় সুদ হারে দৃশ্যমান পরিবর্তন এসেছে। সেপ্টেম্বর ২০২৩ এ ব্যাংক খাতে গড় সুদহার ছিল যথাক্রমে ৭.৮৩ শতাংশ; ২০২২ সালের একই সময়ে গড় সুদহার ছিল ৭.১২ শতাংশ। ঋণের সুদহারের সাথে সাথে আমানতের সুদহার এবং সুদহারের ব্যবধানও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমানতের সুদ হার (ভারিত গড়) সেপ্টেম্বর ২০২২-এ ছিল ৪.০৯ শতাংশ যা সেপ্টেম্বর ২০২৩-এ ৪.৫২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে, সুদহারের ব্যবধান (spread) সেপ্টেম্বর ২০২২ এর ৩.০৩ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে সেপ্টেম্বর ২০২৩ নাগাদ ৩.৩১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

সামষ্টিক অর্থনীতির অন্যান্য খাতসমূহ

মাননীয় স্পিকার

বৈদেশিক খাত পরিস্থিতি

আমদানি ও রপ্তানি

১৮। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং সরবরাহ শৃঙ্খল ভেংগে পড়ার পরেও ২০২২-২৩ অর্থবছরে আমাদের রপ্তানি আয় হয়েছে ৫৫.৫৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বিগত অর্থবছরের তুলনায় ৬.৬৭ শতাংশ বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশের রপ্তানির প্রবৃদ্ধি বিগত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৯.৫১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৩.৬৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। রপ্তানি বাণিজ্যে এই গতিশীলতা চলমান এবং আরও বৃদ্ধি করার জন্য সরকার রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণ ও নতুন বাজার অনুসন্ধানে সচেষ্ট রয়েছে। এছাড়া, রপ্তানি সম্ভাবনা রয়েছে এমন পণ্যকে সরকার নগদ সহায়তা/প্রণোদনা প্রদান অব্যাহত রেখেছে যাতে এ সকল পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। বর্তমান অর্থবছরে ৪৩টি খাতে রপ্তানিতে নগদ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

মাননীয় স্পিকার

১৯। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা ৭২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। পণ্য খাতে উক্ত লক্ষ্যমাত্রা ৬২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং সেবা খাতে ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। Post-Corona চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা পরবর্তীতে রাশিয়া-ইউক্রন যুদ্ধ, বর্তমান বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ফলে উদ্ভুত বিরুপ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলা, বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য এবং বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। দেশের রপ্তানি বৃদ্ধিতে পণ্য বহুমুখীকরণ, বাজার বহুমুখীকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ এবং বিদেশে নতুন

নতুন বাজার সৃষ্টিতে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষ্যে রপ্তানি নীতি ২০২১-২৪-কে আরও যুগোপযোগী করে রপ্তানি নীতি ২০২৩-২০২৬ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ৪৩টি খাতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১ শতাংশ হতে ২০ শতাংশ নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং বাণিজ্য কূটনীতি জোরদার করার লক্ষ্যে বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে বাণিজ্যিক উইং এর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। বাজার বহুমুখীকরণের অংশ হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২৫ (পঁচিশ) টি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৯ (উনিশ) টি মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে। বাণিজ্য সম্ভাবনা রয়েছে এমন সম্ভাবনাময় দেশ ও অর্থনৈতিক জোটের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA), অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA), সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (CEPA), দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ও ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট এবং সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

২০। দেশে আমদানির ওপর সরকারি বিভিন্ন বিধি-নিষেধের কারণে চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক শেষে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৪.৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২৩.৭৭ শতাংশ কম।

প্রবাস আয়

মাননীয় স্পিকার

২১। উন্নয়নশীল ও উদীয়মান অর্থনীতির উপর প্রবাস আয়ের ইতিবাচক প্রভাব সার্বজনীনভাবে প্রমাণিত। প্রবাস আয় আমদানি ব্যয় পরিশোধ, লেনদেন ভারসাম্যকে শক্তিশালীকরণ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক ঋণের দায় পরিশোধে সহায়তা করে। প্রবাস আয় একদিকে লেনদেন ভারসাম্যে

ইতিবাচক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে বহিঃখাতকে শক্তিশালী অবস্থানে রাখে, অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক শেষে দেশে প্রবাস আয়ের প্রবাহ ছিল ৪.৯১ বিলিয়ন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৩.৩৪ শতাংশ কম। প্রবাস আয়ে ধনাত্মক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সরকার বিগত অর্থবছরের ন্যায় চলতি অর্থবছরেও ২.৫ শতাংশ হারে নগদ প্রণোদনা প্রদান করছে। পাশাপাশি রেমিট্যান্স প্রেরণ প্রক্রিয়া সহজ করা, হুন্ডিসহ অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলে অর্থ প্রেরণ নিরুৎসাহিত করা এবং মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ও এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে রেমিট্যান্স গ্রহণের সুযোগ তৈরিসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। শ্রমশক্তির দক্ষতা উন্নয়নের জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও National Human Resource Development Fund (NHRDF) গঠন, Skills for Employment Investment Program (SEIP) এবং Skills for Industry Competitiveness and Innovation Program (SICIP) প্রকল্পসহ অন্যান্য দক্ষতাবর্ধক কর্মসূচি গ্রহণের ফলে দেশে দক্ষ জনবল তৈরি হচ্ছে। এছাড়া সরকার প্রচলিত শ্রমবাজারের পাশাপাশি নতুন নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টিতে সচেষ্ট রয়েছে। তাই চলতি অর্থ বছরের শেষে এই প্রবাস আয় পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় বৃদ্ধি পাবে বলে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

বৈদেশিক মুদ্রা ও রিজার্ভ

মাননীয় স্পিকার

২২। এবার বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও এর বিনিময় হার নিয়ে কিছু কথা বলব। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক শেষে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) রপ্তানি বৃদ্ধি, আমদানি ব্যয় হ্রাস ও প্রবাস আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় চলতি হিসাব ভারসাম্য ধনাত্মক ছিল। তবে ফাইন্যান্সিয়াল একাউন্টের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধির কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩০ জুন ২০২৩ মাসের তুলনায় কমেছে। সেপ্টেম্বর ২০২৩ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার

রিজার্ভ ছিল ২৬.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা দিয়ে প্রায় ৫.৮ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব। সেপ্টেম্বর ২০২৩ মাস শেষে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার দাঁড়িয়েছে ১১০.৫ টাকা, যা বিগত বছরের একই সময়ে ছিল ১০১.৫ টাকা। এ সময়ে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারের ক্ষেত্রে অবচিতি (depreciation) হয়েছে প্রায় ৯ শতাংশ। সরকার ইতোমধ্যে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তাই বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ খুব দ্রুতই পূর্বের শক্ত অবস্থানে ফিরে আসবে বলে আমি আশা করছি।

মাননীয় স্পিকার

চলতি অর্থবছরের বাজেটে প্রতিশ্রুত কতিপয় বিষয়ের অগ্রগতি

২৩। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে আমরা জনগণকে বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে মহান সংসদকে জানাতে চাই যে, বিগত বাজেটে দেয়া প্রতিশ্রুতিসমূহের উল্লেখযোগ্য অংশ আমরা ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছি। তাছাড়া, পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনেক কার্যক্রম চলমান আছে। মহান সংসদের অবগতির জন্য এখন আমি বাজেটে প্রতিশ্রুত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরছি।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

শিক্ষা

২৩.১। রূপকল্প-২০৪১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমরা শিক্ষা খাতকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়েছি। মধ্যমেয়াদে শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নের নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষ্যে বৈষম্য দূরীকরণ, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, ডিজিটাল শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন, বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণ, সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমকে উৎসাহিত করাসহ অন্যান্য চলমান কার্যক্রমগুলো

আমরা অব্যাহত রেখেছি। শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ, শেখ হাসিনার বাংলাদেশ-এ স্লোগানকে সামনে রেখে আমরা সার্বিক শিক্ষা খাতের উন্নয়নে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গুণগত উৎকর্ষতা সাধনে ৫১৩টি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক ইন্টার অ্যাকটিভ শ্রেণিকক্ষ তৈরি করা হচ্ছে। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যমান ও জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়নে পিইডিপি ৪, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাহিদা ভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়), সদ্য জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাহিদা ভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়), ঢাকা শহরে দৃষ্টিনন্দন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে। ৫০৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ও ভাষা ল্যাব স্থাপন প্রকল্প, প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের প্রোফাইল প্রণয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে।

২৩.২। ২০৩০ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের ৩০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যে আমরা ১০০টি উপজেলায় ১টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (টিএসসি) স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি যার আওতায় ১০০টি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হলে প্রতি প্রতিষ্ঠানে ১০৮০ জন করে সর্বমোট ১,০৮,০০০জন শিক্ষার্থীর বার্ষিক এনরোলমেন্ট হবে। এছাড়াও চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এইচএসসি ও ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং পাশকৃত মোট ৭২০ জন শিক্ষার্থী প্রতিবছর বিএসসি-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে অধ্যয়নের সুযোগ পাবে এবং উপজেলা পর্যায়ে ৩২৯টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (টিএসসি) স্থাপন (২য় পর্যায়ে) প্রকল্পের আওতায় ৩২৯টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (টিএসসি) স্থাপন হলে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে ১০৮০জন করে মোট ৩,৫৫,৩২০ জন শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পাবে।

মাননীয় স্পিকার

স্বাস্থ্য

২৩.৩। মানসম্মত ও জনবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা আমাদের সরকারের অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। দেশব্যাপী স্বাস্থ্য সেবা সহজলভ্য করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৫০ শয্যা হতে ১০০ শয্যায়, ৬টি জেলা সদর হাসপাতালকে ১০০ শয্যা হতে ২৫০ শয্যায়, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ১ হাজার ৩১৩ হতে ২ হাজার ২০০ শয্যায়, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে ৪১৪টি শয্যা বৃদ্ধি করে ১ হাজার ২৫০ শয্যায়, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজী ঢাকার শয্যা সংখ্যা ২০০ হতে ৫০০ শয্যায় ও জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে ২০০ শয্যা বৃদ্ধিপূর্বক ৪০০ শয্যায় উন্নীতকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২৩.৪। এছাড়াও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে ৫ হাজার শয্যায় উন্নীতকরণ প্রকল্পের নেয়া হয়েছে এবং ৮টি বিভাগীয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডায়াগনস্টিক ইমেজিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ প্রকল্প, ৮টি বিভাগীয় হাসপাতালে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট ক্যান্সার হাসপাতালসহ অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক সুষ্ঠু বিকাশের জন্য ৪৯২টি উপজেলা, ৬১টি জেলা/সদর হাসপাতাল এবং ২৩টি স্কুল হেলথ ক্লিনিকে Adolescent Friendly Health Service স্থাপনের কাজ চলমান আছে। এর আলোকে MIS এবং HIS & e-Health-এর DHIS2 তে রিপোর্টিং কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। প্রতিটি বিভাগে একটি করে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এর আওতায় ইতোমধ্যে রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট এবং খুলনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

২৩.৫। সবার জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা, মানসম্পন্ন বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা, সংক্রামক ও অসংক্রামক ব্যাধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নতুন আবির্ভূত রোগ নিয়ন্ত্রণ, পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি, উন্নত ও দক্ষ ঔষধখাত প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা কাজ করছি।

মাননীয় স্পিকার

ভৌত অবকাঠামো

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

২৩.৬। জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান তুলনামূলকভাবে বাড়ার ফলে আমাদের অর্থনেতিক উন্নয়ন টেকসই হচ্ছে। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সরকার বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সর্বোচ্চ জোর দিয়েছে। পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ ক্ষমতা নিশ্চিত করতে স্বল্প-, মধ্য- ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ইতোমধ্যে বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা ২৮ হাজার ৫৬২ (ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) মেগাওয়াট এ উন্নীত হয়েছে। এছাড়া সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যেগে জীবাশ্ম এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক ১০ হাজার ৮৮১ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২৯টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন রয়েছে, ২ হাজার ৪৭৯ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১৮টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, ৬২৮ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৭টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, এবং ২০৩০ সালের মধ্যে আরও ১০ হাজার ২৮৬ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩৭টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন পরিকল্পনাধীন রয়েছে। এছাড়া ২ হাজার ৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। পর্যাপ্ত পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণে আমরা বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন নির্মাণে গুরুত্ব আরোপ করেছি। আমরা ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে গত ১৫ বছরে প্রায় ৭ হাজার সার্কিট কিলোমিটার বিদ্যুৎ

সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করেছি। এর পাশাপাশি সেপ্টেম্বর ২০২৩ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ বিতরণ লাইনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬ লক্ষ ৪৩ হাজার কিলোমিটার। একইসাথে সিস্টেম লস হ্রাস, লোড ম্যানেজমেন্ট এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ৫৮ লক্ষেরও বেশি বৈদ্যুতিক প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

২৩.৭। জ্বালানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে আমরা জ্বালানি উৎপাদন ও সরবরাহ উভয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের দৃঢ় প্রেচেষ্টায় ভোলা নর্থ, জকিগঞ্জ এবং ইলিশা- এলাকায় ৩টি নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়েছে। সম্প্রতি শাহবাজপুর ইষ্ট, টবগী-১, ইলিশা-১ ও ভোলা নর্থ-২ কূপ খনন কাজ শেষ হয়েছে এবং বাণিজ্যিকভাবে উত্তোলনযোগ্য গ্যাস পাওয়া গিয়েছে। অনশোরে দেশীয় কোম্পানি বাপেক্স, বিজিএফসিএল ও এসজিএফএল এর অধীনে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের মধ্যে ৪৬টি কূপ (অনুসন্ধান, উন্নয়ন/মূল্যায়ন, কূপের ওয়ার্কওভার) খননের মাধ্যমে দৈনিক প্রায় ৬১৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭টি প্রকল্পের আওতায় ১৬টি কূপ খনন কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া বিয়ানিবাজার-১ ও তিতাস-২৪ কূপের ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্নের পর গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ZJ50 DBS (Bijoy-12) রিগ দ্বারা কেটিএল-২ ওয়ার্কওভার ২৭/০৭/২০২৩ হতে শুরু হয়েছে। পাশাপাশি সুন্দলপুর-৩ মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ খনন করার লক্ষ্যে রিগ আপ শেষে টেষ্টিং ও রিগ কমিশনিং কাজ শেষ হয়েছে।

২৩.৮। জ্বালানি তেলের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে বর্তমান সরকার জ্বালানি নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা ১৩ লক্ষ ৬০ হাজার ১৯০ মেট্রিক টনে উন্নীত করা হয়েছে এবং ২০২৫ সাল নাগাদ আরো প্রায় ৩ লক্ষ ৪০ হাজার ৬৫০ মেট্রিক টন স্টোরেজ ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করা হবে।

যোগাযোগ অবকাঠামো

২৩.৯। যোগাযোগ খাতে আমরা সকল মাধ্যম অর্থাৎ সড়ক, সেতু, রেল, নৌ ও আকাশপথ এর সমন্বিত উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দিয়েছি। আমাদের উদ্দেশ্য হল- অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিরাপদ, টেকসই, পরিবেশবান্ধব ও সাশ্রয়ী যোগযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। বিশেষ করে, বর্তমানে চলমান কার্যক্রমসমূহের সময়ানুগ বাস্তবায়ন ও বাস্তবায়নোত্তর মান সংরক্ষণের ওপর আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি। চলমান অর্থবছরে আমরা কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত বঙ্গবন্ধু টানেল যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছি। ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে আমরা সড়ক, সেতু, কালভার্ট, ব্রিজ ইত্যাদি নির্মাণ করার ফলে সারাদেশে ২২ হাজার ৪৭৬ কি. মি. দৈর্ঘ্যের সুগঠিত মহাসড়ক তৈরি হয়েছে। এর ফলে নির্বিঘ্ন পণ্য ও যাত্রী পরিবহণ নিশ্চিত হয়েছে। এছাড়া, দেশজুড়ে প্রায় ৭১৮ কি. মি. জাতীয় মহাসড়ক ৪ বা তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীত করা হয়েছে; বিভিন্ন মহাসড়কে ১ হাজার ৫৫৮টি সেতু ও ৭ হাজার ৪৯৮টি কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে; দেশের সড়ক নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়েছে ১৫টি রেলওয়ে ওভারপাস ও ১৮টি ফ্লাইওভার। ইতোমধ্যে উত্তরা হতে কমলাপুর পর্যন্ত ২১.২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ১৭টি স্টেশন বিশিষ্ট ঘন্টায় ৬০ হাজার যাত্রী পরিবহনে সক্ষম বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল MRT Line-6 এর উত্তরা উত্তর থেকে মতিঝিল পর্যন্ত অংশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন।

মাননীয় স্পিকার

২৩.১০। যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের সাশ্রয়ী ও নিরাপদ মাধ্যম হিসেবে রেলখাতের উন্নয়নের জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ৮০০ কিলোমিটারের অধিক নতুন রেল লাইন নির্মাণ, প্রায় ৩০০ কিলোমিটার মিটারগেজ রেললাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর, ৭৩২টি নতুন রেলসেতু নির্মাণ এবং ১৪৮টি নতুন ট্রেন চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন শহর কক্সবাজারের সাথে দেশের রাজধানীর সরাসরি রেল যোগাযোগে দোহাজারী-কক্সবাজার-গুনদুম (১২৯.৫৮ কি: মি:) ডুয়েল গেজ রেললাইন নির্মাণ সমাপ্ত করে উক্ত রেললাইনে ট্রেন চলাচলের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ইতোমধ্যে উদ্বোধন করা হয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে অদ্যাবধি দেশীয় ও বৈদেশিক অর্থায়নে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় লেকোমোটিভ সংগ্রহ ১১৬টি (৫০ এমজি+৬৬বিজি) এবং ২০টি ডিএমইউ, যাত্রীবাহী ক্যারেজ সংগ্রহ ৬১৫ টি (৩০০টি বিজি এবং ৩১৫টি এমজি), যাত্রীবাহী ক্যারেজ পুনর্বাসন ৫০৬টি (২১০টি বিজি এবং ২৯৬টি এমজি), মালবাহী ওয়াগন সংগ্রহ ৫১৬টি (৫১৬টি এবং ৩০টি ব্রেক ভ্যান), মালবাহী ওয়াগন পুনর্বাসন ২৭৭টি। এছাড়া এডিবি অর্থায়নে ‘বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য লোকোমোটিভ, রিলিফ ক্রেন এবং লোকোমোটিভ সিমুলেটর সংগ্রহ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে জার্মানী হতে ০২ সেট মিটারগেজ রিলিফ ক্রেন ও ০২ সেট ব্রডগেজ রিলিফ ক্রেন এবং স্পেন হতে ০১ সেট মিটারগেজ ও ব্রডগেজ লোকোমোটিভ সিমুলেটর সংগৃহীত হয়েছে।

কৃষি-মৎস্য ও খাদ্য নিরাপত্তা

২৩.১১। কৃষির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে সফলতা অভূতপূর্ব। আমাদের কৃষিবান্ধব নীতির প্রভাবে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে চাল উৎপাদনে তৃতীয়, পাট উৎপাদনে দ্বিতীয়, চা উৎপাদনে চতুর্থ, ইলিশ উৎপাদনে প্রথম, মাছ উৎপাদনে দ্বিতীয়, সবজি উৎপাদনে তৃতীয়, পেঁয়াজ উৎপাদনে তৃতীয়, আলু ও আম উৎপাদনে সপ্তম, ছাগল উৎপাদনে চতুর্থ ও ছাগলের মাংস উৎপাদনে সপ্তম অবস্থানে রয়েছে। মাননীয়

প্রধানমন্ত্রীর সময়োপযোগী ‘এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি না থাকে’ নির্দেশনা এবং গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির প্রভাবে পেঁয়াজের আবাদ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, ভোজ্যতেলের আমদানি হ্রাস, আলু রপ্তানি বৃদ্ধি, পাহাড়ে কাজুবাদাম চাষ শুরু, কফিসহ রপ্তানিমুখী ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। জানুয়ারি ২০২১ হতে বাস্তবায়িত “অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন” প্রকল্পের মাধ্যমে শুরু হতে এ পর্যন্ত প্রায় ৪৪২৬৩.২৫ একর/১৭২৬.০১ হেক্টর অনাবাদি/পতিত জমি আবাদের আওতায় এসেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অদ্যাবধি গ্রীষ্মকালীন (নাবি) পেঁয়াজ চাষ বৃদ্ধির জন্য ১৮ হাজার কৃষকের মাঝে সার ও বীজসহ অনুদান সহায়তা বাবদ ১৬.২০ কোটি টাকা এবং খরিপ/২ মৌসুমের জন্য ১৬ হাজার ৫ শত কৃষকের মাঝে ১৪.৮৫ কোটি টাকার অনুদান সহায়তা প্রদান করেছে। কাজু বাদাম, কফিসহ রপ্তানিমুখী ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজু বাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ” প্রকল্প ২০২১ সন হতে পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি সহ ১৯ টি জেলার ৬৬ টি উপজেলা ও ৩০ টি হর্টিকালচার সেন্টারে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে কাজু বাদাম চাষ ১৮০০ হেক্টর থেকে বেড়ে ৪২০০ হেক্টর জমিতে এবং কফি চাষ ৬৫ হেক্টর থেকে বেড়ে ১৮০০ হেক্টরে উন্নীত হয়েছে।

২৩.১২। ই-কৃষি ও স্মার্ট কৃষি কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে। স্মার্ট কৃষিকার্ড ও ডিজিটাল কৃষি (পাইলট) প্রকল্পের (২০২২-২৬) আওতায় কৃষকদের স্মার্ট কৃষি কার্ড প্রদান করা হচ্ছে। কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকগণের নিকট কৃষি আবহাওয়া সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি পৌঁছে দেওয়া, আবহাওয়া এবং জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাবসমূহের সাথে কৃষকগণের খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং কৃষি ক্ষেত্রে আবহাওয়া সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্যাদি কৃষকগণের নিকট পৌঁছে দেয়ার কার্যক্রম চলমান। অ্যাগ্রো-মেট্রোলজিকেল ডাটাবেইস প্রস্তুতকরণ, একটি কমপ্রিহেন্সিভ ওয়েবসাইট সেট করা, অ্যাগ্রো-মেট্রোলজিকেল পরামর্শ সেবা প্রদান, ৬৪ জেলায় ৪৮৭টি উপজেলার আবহাওয়া ও জলবায়ু সেবা সংক্রান্ত কৃষকের চাহিদা নিরুপন, ৪০৫১টি ইউনিয়নে স্বয়ংক্রিয় রেইন গেজ ও অ্যাগ্রো-মেট্রোলজিকেল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন, ৪৮৭টি উপজেলায় অ্যাগ্রো-

মেট্রোলজিকেল কিওস্ক স্থাপন কার্যক্রম চলমান। ই-কৃষি কার্যক্রমও জোরদারভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও ক্লাইমেট-স্মার্ট এগ্রিকালচার অ্যান্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষির নিবিড়তা বৃদ্ধি, সেচের পানি দক্ষতামূলক ব্যবহারের মাধ্যমে ৫০ ভাগ সাশ্রয়, ভাসমান বেডে সবজি চাষ, রাসায়নিকের ব্যবহার কমিয়ে ফেরোমেন পদ্ধতি ও জৈবসার ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২৩.১৩। কৃষির পাশাপাশি সুনীল অর্থনীতির বিপুল সম্ভাবনার লক্ষ্যে ২০১৪ সালে প্রণীত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনাকে ২০১৮-২০৩০ খ্রি. পর্যন্ত হালনাগাদ করা হয়েছে। গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে গৃহীত "গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প"-এর আওতায় প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবল তৈরি এবং রয়েছে।গভীর সমুদ্র ও আন্তর্জাতিক জলসীমা হতে মৎস্য আহরণে ০৩ (তিন) টি জলযান (ফিশিং ভেসেল, ফিশিং গিয়ারসহ) ক্রয়ের নিমিত্ত Uni Marine Services Pte. Ltd., Singapore সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্প (SCMFP) থেকে ২টি গ্রেন্টের আওতায় সামুদ্রিক মাছের শুঁটকি এবং ক্যানিং করা হচ্ছে। এছাড়া সী উইড থেকে আগার উৎপাদন করা হচ্ছে। গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও সংরক্ষণে চলতি অর্থবছরের ১ম কোয়ার্টারে সরকারিভাবে ১১.৩৯ লক্ষ ডোজ সিমেন উৎপাদন হয়েছে (অর্জন-২৫.৩১%) এবং ৮.৬৪ লক্ষ গাভি/বকনাকে কৃত্রিম প্রজনন করা হয়েছে (অর্জন-২১.০৭%)।

২৩.১৪। ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খাদ্যশস্য মজুদ/ধারণ সক্ষমতা ৩৭ লক্ষ মে.টনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সরকারি খাদ্য গুদামসমূহের মোট ধারণ ক্ষমতা প্রায় ২১.৮ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে আরও প্রায় ৮.২৩ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতার আধুনিক খাদ্য গুদাম ও সাইলো নির্মাণের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে "সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি

সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় জরাজীর্ণ খাদ্য গুদাম মেরামত করে ৪.৮৩ লক্ষ মে.টন সংরক্ষণ ক্ষমতা ব্যবহার উপযোগী করা হয়েছে। দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দেশে খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে খাদ্য মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পের আওতায় ৭টি কৌশলগত স্থানে ৭টি আধুনিক সাইলো (২টি গমের সাইলো ও ৫টি চালের সাইলো) নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তরের ৬টি আঞ্চলিক অফিসে খাদ্যের গুণগতমান পরীক্ষার জন্য আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্পের আওতায় ৬টি বিভাগীয় শহর বরিশাল, খুলনা, সিলেট, রংপুর, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ১টি করে মোট ৬টি Food Testing Laboratory বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।

২৩.১৫। গত জুন ২০২২ হতে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিজিটাল ড্যাটাবেজ (FFP Software) প্রণয়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বর্তমানে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে যাচাইকৃত উপকারভোগীর সংখ্যা ৪৯,৫১,০৯৫ জন এবং সর্বশেষ অনুমোদিত উপকারভোগীর সংখ্যা ৪৮,৯৫,০৫৮ জন।

স্থানীয় সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

২৩.১৬। গ্রাম-শহরের ব্যবধান হ্রাস করে দেশের সকল নাগরিকের জন্য সমান সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী 'আমার গ্রাম- আমার শহর'সহ বহুবিধ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আর্সেনিক, আয়রন, লবণাক্ততা এবং পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার সমস্যা নিরসনে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে "পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/ জলাশয়সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার" এবং "পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৯৫টি নতুন পুকুর খনন এবং ৮৭৮টি পুকুর পুনঃখনন করা হয়েছে। শতভাগ জনগণের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও উন্নত স্যানিটেশন প্রদানের লক্ষ্যে সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় ৬ লক্ষ নিরাপদ পানির উৎস স্থাপনের লক্ষ্যে এযাবৎ ৩,৭৮,৯১১টি নিরাপদ পানির উৎস স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আর্সেনিক, আয়রন, লবণাক্ততা এবং পানির স্তর নিচে

নেমে যাওয়ার সমস্যা নিরসনে ভূ-উপরিস্থিত পানির ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য ১০০টি নতুন পুকুর খনন, ১ হাজার ৮টি পুকুর পুন:খনন এবং ৫৫৩টি ভিলেজ পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। "সারাদেশে পুকুর ও খাল উন্নয়ন প্রকল্প" এর আওতায় ৫৬টি জেলার ৪০০টি উপজেলায় ২৪৮৭টি খাল যার দৈর্ঘ্য ২০০০ কি. মি. পুনরুদ্ধারসহ উন্নয়ন করা হচ্ছে। ২০০৯-২০২৩ বছরে অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে ১১ লক্ষ ২৪ হাজার ৮ শত নিরাপদ পানির উৎস, রুরাল পাইপড্ ওয়াটার স্কিম ১১০ টি, ১৫,৬১০টি মিনি পাইপড্ ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম, ৯৫টি নতুন পুকুর খনন, ৮৭৮টি পুকুর পুনঃ খনন, ১,৪৮৪টি উৎপাদক নলকূপ এবং পৌর এলাকায় ১৭,৭৭৯.০৫ কি. মি. পাইপ লাইন স্থাপন/প্রতিস্থাপন ও ১৫৯টি পানি শোধনাগার স্থাপন করা হয়েছে। ২০২৫ সালের মধ্যে পানি সরবরাহ ব্যবস্থাকে অধিকতর পরিবেশবান্ধব করার জন্য ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারে আরও ৫টি পানি শোধনাগার নির্মাণ, প্রায় ২ হাজার কি. মি. পানির সরবরাহ লাইন নির্মাণ ও ১১৭টি গভীর নলকূপ স্থাপন কাজ চলমান আছে।

২৩.১৭। ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে "পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয়সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার" এবং "পল্লি অঞ্চলে পানি সরবরাহ" শীর্ষক দুইটি প্রকল্পের মাধ্যমে ৯৫ টি নতুন পুকুর খনন এবং ৮৭৮ টি পুকুর পুনঃখননের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া "উপকূলীয় জেলাসমূহে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৯৬১৭৫.৫২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রায় ২ লক্ষ ৬ হাজার ৮ শত টি রেইন ওয়াটার হারভেস্টর স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থাপন এবং প্রতিটি বাড়িকে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতায় আনার লক্ষ্যে ৮৯টি পৌরসভায় ও ০২টি উপজেলায় ৯১টি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

২৩.১৮। দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জীবনমান উন্নয়নে "মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক ফর দি চরস (এমফোরসি)-২য় পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্প মোট টাকা ৫,৯৮৬.০০ (জিওবি-১,৪৭৬.০০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য- ৪,৫১০.০০) লক্ষ ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে দেশের মোট ০৬ টি (গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, রংপুর, জামালপুর এবং শরীয়তপুর) জেলার কমপক্ষে ৭৯,০০০ টি চর পরিবারকে (মহিলা, পুরুষ এবং শিশুদের সমন্বয়ে) উন্নয়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক "বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট" শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪খ্রি: মেয়াদে ৫৬৫৬.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৯ টি জেলার ১০টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপিতে ১৭২৫.০০ লক্ষ (রাজস্ব-৬৮১.০০ লক্ষ ও মূলধন ১০৪৪.০০ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং ৩৯৫.২৪ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান

২৩.১৯। সকলের জন্য শোভন কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা, শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা, জনশক্তিকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রভাব বিবেচনায় দক্ষ ও শ্রমবাজারের উপযোগী করে তোলা এবং জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আমরা নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছি। উপযুক্ত কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক দশ বছর মেয়াদি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০৩০) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সেপ্টেম্বর, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ মেয়াদে ১৬৫২৮.৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাজশাহী জেলায় "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট" (NOSHRTI) স্থাপনের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে এবং উক্ত ইনস্টিটিউটে শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের জন্য ইতোমধ্যে ৪২ টি কোর্স কারিকুলাম প্রস্তুত করা হয়েছে। শ্রমিকদের সঠিক তথ্য সংরক্ষণে এবং যথাযথ দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য মে,

২০২২ হতে এপ্রিল, ২০২৫ মেয়াদে এবং ৩৩ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "বাংলাদেশ লেবার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (LIMS) চালুরকরণ" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আগামী জুন, ২০২৪ এর মধ্যে ১ম পর্যায়ে ৩ লক্ষ শ্রমিকের তথ্য অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য সফটওয়্যার ডেভেলপ করার কার্যক্রম চলমান আছে। বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ১ লক্ষ ৯০ হাজার শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে প্রত্যাহার করা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের জেন্ডারভিত্তিক কর্মকাণ্ডের জন্য Gender Roadmap, ২০২০-২০৩০ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর আওতায় কোন নারী শ্রমিক যৌন হয়রানির শিকার হলে যেন সহজে অভিযোগ দিতে পারে এজন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের হেল্পলাইনে (১৬৩৫৭) ৪ জন পরিদর্শকের মধ্যে ২ জন মহিলা পরিদর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদেরকে বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ অব্যাহত রয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ৩০৪৬ জন মহিলা শ্রমিকের প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। শিশুদের জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শিশুকক্ষ স্থাপন করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে মোট ৬৩৩২টি শিশুকক্ষ নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়াধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণ নিয়মিত শিশুশ্রম সংক্রান্ত কার্যক্রম মনিটরিং করছে এবং যে সকল শিল্পে শিশুদেরকে শ্রমে নিযুক্ত করা হচ্ছে সে সকল শিল্প মালিকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ০৫টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ৫৬৬টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং মোট ২০৫টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। তৈরি পোশাক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য ন্যাশনাল এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি ইনসুরেন্স স্কিম ২০২২ সালের ২১ জুন চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশের শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প কারখানায় কর্মরত আনুমানিক ৪০ লক্ষ পোশাক শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে যারা কর্মক্ষেত্রে অনাকাঙ্ক্ষিতত দুর্ঘটনার শিকার হয়ে স্হায়ীভাবে অক্ষম হন বা মৃত্যুবরণ করেন

তারা এই সুবিধার আওতায় থাকবেন। এ পর্যন্ত এ স্কিমের আওতায় ২৯ জন মৃত শ্রমিকের ওয়ারিশদের ৭ লক্ষ ১৬ হাজার ৯৪০ টাকা এবং আহত শ্রমিকে ২ লক্ষ ৬১ হাজার ৫০৪ টাকা আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। সর্বমোট ৩৬জন সুবিধাভোগীদের ৯ লক্ষ ৭৮ হাজার ৪৪৪ টাকা আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। মজুরি সংক্রান্ত ডাটাবেজ এর জন্য একটি সিস্টেম প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত সিস্টেমে তথ্য সন্নিবেশনের কাজ বর্তমানে চলমান রয়েছে।

নারী ও শিশু উন্নয়ন

২৩.২০। নারী ও শিশুদের অধিকার ও সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণে আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য আমরা তাঁদের বিভিন্ন কর্মভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম, শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা, দিবাযত্ন কেন্দ্র/ শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপনের মত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছি। তাছাড়া, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধসহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ (আইজিএ) প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে ৪৩১টি উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন ট্রেডে সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ৩,৫৫,৩৩০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২৩.২১। আইসিটি ভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও উদ্যোক্তা হিসাবে তাদের টেকসই ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাধ্যমে "হার পাওয়ার প্রকল্প" বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় ৪৪টি জেলার ১৩০টি উপজেলায় ৫ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ ও ১ মাসব্যাপী মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে 'ওমেন কল সেন্টার এজেন্ট', 'ওমেন ই-কমার্স প্রফেশনাল', 'ওমেন আইটি সার্ভিস প্রোভাইডার', 'গ্রাফিক্স ডিজাইন', 'ওয়েব ডেভেলপমেন্ট' এবং 'ডিজিটাল মার্কেটিং'- এই ছয়টি ট্রেডে। ইনভেস্টমেন্ট কম্পোনেন্ট ফর ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (আইসিভিজিডি) প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত ১,০০,০০০ অতি দরিদ্র ভিজিডি মহিলা ও তাদের পরিবারকে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সম্পদ তৈরীর

সুযোগ সৃষ্টি করা ও উদ্যোক্তা হিসেবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে নির্বাচিত এনজিওর মাধ্যমে আয়বর্ধক ও উৎপাদনশীল প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে এনজিও নির্বাচন করা হয়েছে। ৮টি বিভাগে উপকারভোগী মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ৮টি এনজিওর সাথে চুক্তি সম্পন্ন করে মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করার জন্য কার্যাদেশ দেওয়া করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে।

২৩.২২। ২০২২-২৩ অর্থবছরে দরিদ্র মায়েদের জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা পরিবর্তন হয়ে মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি নামকরণ করা হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছর হতে কর্মসূচির আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সকল সিটি কর্পোরেশনে ও পৌর এলাকায় কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মায়েদের মাসিক ৮০০ টাকা হারে ৩৬ মাস ব্যাপী মোট ২ লক্ষ ৭৫ হাজার জন দরিদ্র মা'কে প্রশিক্ষণ ও ভাতা প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ এবং চুক্তিবদ্ধ এনজিও/সিবিও'র মাধ্যমে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। উপকারভোগীদের ভাতার অর্থ G2P System পদ্ধতিতে সরাসরি তাদের নিজস্ব ব্যাংক ও মোবাইল অ্যাকাউন্ট এর মাধ্যমে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

সামাজিক নিরাপত্তা

২৩.২৩। আমাদের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সমাজের পিছিয়ে পড়া, সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র মানুষের কল্যাণে আমরা নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচিতে জনপ্রতি মাসিক ভাতার হার অপরিবর্তিত রেখে ভাতাভোগীর সংখ্যা ২৩ লক্ষ ৬৫ হাজার জন থেকে ২৯ লক্ষ জনে উন্নীত করে বাজেটে ২৯৭৮.৭১ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উক্ত খাতের জন্য বাজেটে সংস্থানকৃত ২৪২৯.১৮ কোটি টাকার মধ্যে জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ১ম কিস্তি বাবদ ৭৪৪.৬৭৬৫ কোটি টাকা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাড় করার পর উপকারভোগীর মাঝে বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রীদের মাসিক শিক্ষা উপবৃত্তির উপকারভোগীর সংখ্যা চলতি অর্থবছরে ১ লক্ষ জন অপরিবর্তিত রেখে মাসিক উপবৃত্তির হার প্রাথমিক স্তরে ৭৫০ টাকা থেকে ৯০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৮০০ টাকা থেকে ৯৫০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৯০০ টাকা থেকে ৯৫০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে এবং উচ্চতর স্তরে ১৩০০ টাকা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উক্ত খাতের জন্য বাজেটে সংস্থানকৃত ১১২.৭৪ কোটি টাকার মধ্যে জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ১ম কিস্তি বাবদ ২৮.১৮৫ কোটি টাকা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাড় করার পর উপকারভোগীর মাঝে বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি ও অন্যান্য চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ৬৪টি জেলায় ১০৩টি কেন্দ্র চালু করা হয় এবং সারাদেশে এসকল কেন্দ্র হতে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত নিবন্ধিত সেবাগ্রহী প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ৯.৫ লক্ষ এবং ৯৯ লক্ষ টি সেবা (Service Transaction) প্রদান করা হয়েছে। দেশব্যাপী ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও তাদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১২.০০ (বারো) কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তন্মধ্যে ১ম কিস্তির ৩.০০ কোটি টাকা ছাড় হয়েছে যা ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বয়স্ক ভাতার হার চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৫০০ হতে ৬০০ টাকা, উপকারভোগীর সংখ্যা ৫৭.০১ লক্ষ জন হতে ৫৮.০১ লক্ষ জনে এবং বার্ষিক বরাদ্দ ৩৪৪৪.৫৪ কোটি টাকা হতে ৪২০৫.৯৬ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়।

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত মন্ত্রণালয় হতে ১ম কিস্তি বাবদ ১০৫১.৪৯ কোটি টাকা iBAS++ এর মাধ্যমে ছাড় করা হয়েছে। বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতার ক্ষেত্রে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ভাতার হার ৫০০ হতে ৫৫০ টাকা, উপকারভোগীর সংখ্যা ২৪.৭৫ লক্ষ জন হতে ২৫.৭৫ লক্ষ জনে এবং বার্ষিক বরাদ্দ ১৪৯৫.৪০ কোটি টাকা হতে ১৭১১.৪০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ১ম কিস্তি বাবদ ৪২৭.৮৫ কোটি টাকা iBAS++ এর মাধ্যমে ছাড় করা হয়েছে। ছাড়কৃত অর্থ G2P-পদ্ধতিতে ভোতাভোগীর নিকট বিতরণ চলমান রয়েছে। হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪ হাজার ৮১৫ জন হতে ৬ হাজার ৮৮০ জনে উন্নীত করা এবং বিশেষ ভাতাভোগীর সংখ্যা ২ হাজার ৬০০ জন হতে ৫ হাজার ৬২০ জনে বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং চলতি অর্থবছরে ৬.৩২ (ছয় কোটি বত্রিশ লক্ষ টাকা) কোটি টাকার সংস্থানের বিপরীতে প্রথম কিস্তির অর্থছাড় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমে উপকারভোগীর সংখ্যা ৬৯ হাজার ৫৭৩ জন হতে ৮২ হাজার ৫০৩ জনে বৃদ্ধি করা, বিশেষ ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪৫ হাজার ২৫০ জন হতে ৫৪ হাজার ৩০০ জনে উন্নীত করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে এখাতে ৯.২৮ (নয় কোটি আটাশ লক্ষ) কোটি টাকার সংস্থানের বিপরীতে ১ম কিস্তির অর্থ ছাড় এর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষা বিধানকল্পে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সংশ্লিষ্ট খাতে ৩০ কোটি ২১ লক্ষ টাকা ৬০ হাজার জন চা শ্রমিকের মাঝে ৫ হাজার টাকা হারে বিতরণের জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়েছে যার বিতরণ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জিটুপি পদ্ধতিতে মোট ১ কোটি ১৫ লক্ষ ৭১ হাজার জন সুবিধাভোগীর স্ব স্ব মোবাইল/ব্যাংক হিসাবে ভাতা/উপবৃত্তির অর্থ প্রেরণ চলমান রয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

২৪। বাংলাদেশের অর্থনীতি বর্তমানে রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতসহ বিভিন্ন ভূ-রাজনৈতিক কারণে সৃষ্ট বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলা করছে এবং চলমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে আমাদের অর্থনীতি ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কোভিড-১৯ অতিমারির প্রাদুর্ভাব আমরা যেমন সাফল্যের সাথে মোকাবেলা করেছি, ঠিক তেমনি ভাবে আমরা বর্তমান সংকটও মোকাবেলা করে সামনে এগিয়ে যাব বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এ সরকারের কান্ডারী হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা রেখে আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশে রুপান্তরের লক্ষ্য পূরণে এগিয়ে যেতে চাই। বর্তমান অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে অর্থনীতির খাতভিত্তিক অগ্রগতির যে চিত্র এতক্ষণ তুলে ধরা হলো তাতে আশাবাদী হওয়ার পূর্ণ সুযোগ রয়েছে। যেমন, বিগত অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকের তুলনায় এই প্রান্তিকে রাজস্ব আয়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ও সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। রপ্তানি আয়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে, অন্যদিকে বিলাস দ্রব্যের আমদানি পরিহার এবং মিতব্যায়িতার কারণে আমদানি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি কিছুটা কমেছে। ইতোমধ্যে পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল ও বঙ্গবন্ধু টানেল চালু করাসহ চলমান মেগা প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। বর্তমানে পদ্মাসেতু থেকে বিপুল পরিমানে রাজস্ব আহোরণ করা যাচ্ছে- এর ফলে অর্থ বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী পদ্মা সেতু নির্মাণের জন্য গৃহীত ঋণের ষষ্ঠ কিস্তি পর্যন্ত পরিশোধিত হয়েছে। এরুপ অন্যান্য মেগা প্রকল্প থেকেও শীঘ্রই আশানুরুপ রাজস্ব আহোরণ করা সম্ভব হবে।

মাননীয় স্পিকার

২৫। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে খাদ্যপণ্য ও জালানির মূল্য বৃদ্ধির কারণে বিশ্বব্যাপী যে মূল্যস্ফীতি দেখা দিয়েছে তার প্রভাবে বাংলাদেশেও মূল্যস্ফীতি লক্ষ্যনীয়। অধিকন্তু, উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহে বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ

মূল্যস্ফীতি মোকাবেলায় দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা সরবরাহ কমিয়ে নিয়ে আসার জন্য পলিসি রেট পূর্বের তুলনায় কয়েকগুন বাড়িয়ে দিয়েছে এবং এ ধারা এখনো অব্যাহত রেখেছে। এর ফলে বৈশ্বিক বাজারে মার্কিন ডলারের চাহিদা বেড়ে যায় যা আমাদের টাকার মূল্যমানকে রেকর্ড পরিমাণে কমিয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে, টাকার মূল্যমান কমে যাওয়ায় আমদানি ব্যয় বেড়ে গিয়ে দেশের অভ্যন্তরে মূল্যস্ফীতি দেখা দিয়েছে। তবে, সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপের কারণে সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়েছে। আমি আস্থার সাথে বলতে পারি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং সঠিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, সুদূরপ্রসারি কৌশল ও ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে আমরা আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবো। আমরা আমাদের নির্বাচনী ইশতেহার, ২০১৮-এ বর্ণিত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) বাস্তবায়ন এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ অর্জনের প্রয়াস অব্যাহত রেখেছি।

২৬। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় ভিত্তি বিনির্মাণে আমরা ইতোমধ্যে সক্ষমতা অর্জন করেছি। একজন অত্যন্ত আশাবাদী মানুষ হিসেবে বলতে চাই, আমাদের অর্থনীতির অন্তর্নিহিত শক্তি, বিভিন্ন বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ অভিঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের সুচিন্তিত বাস্তবমুখী পদক্ষেপ এবং সর্বোপরি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্ব ও সুচারু নির্দেশনায় অর্থনীতির প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে সক্ষম হবো ইনশাআল্লাহ।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

পরিশিষ্ট

ক. রাজস্ব পরিস্থিতি

ক.১ রাজস্ব আহরণ

সারণি ১: রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০২২-২৩		২০২৩-২৪	জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে আয়		২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন (%)
	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মোট রাজস্ব	৪,৩৩,০০০	৩,৬৬,৫৮৩	৫,০০,০০০	৮০,৬৫৭	৯৫,৫০৯	১৯.১
	[৯.৮]	[৮.৩]	[৯.৯]	(১০.৮)	(১৮.৪)	-
কর রাজস্ব	৩,৮৭,৯৯৯	৩,২৭,৬৮৪	৪,৫০,০০০	৬৯,৮৭৪	৭৭,৭৭৪	১৭.৩
	[৮.৭]	[৭.৪]	[৮.৯]	(১০.০)	(১১.৩)	-
এনবিআর	৩,৭০,০০০	৩,১৯,৭০১	৪,৩০,০০০	৬৭,৯০২	৭৫,৮০৯	১৭.৬
	[৮.৩]	[৭.২]	[৮.৫]	(৯.০)	(১১.৬)	-
এনবিআর বহির্ভূত	১৭,৯৯৯	৭,৯৮৩	২০,০০০	১,৯৭১	১,৯৬৫	৯.৮
	[০.৪]	[০.২]	[০.৪]	(৭.১)	(-০.৩)	-
কর বহির্ভূত রাজস্ব	৪৫,০০১	৩৮,৮৯৯	৫০,০০০	১০,৭৮৩	১৭,৭৩৫	৩৫.৫
	[১.০]	[০.৯]	[১.০]	(১৬.৬)	(৬৪.৫)	-

উৎস: আইবাস++, অর্থ বিভাগ।

নোটঃ বন্ধনীর [ ] মাঝের সংখ্যা জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

বন্ধনীর () মাঝের সংখ্যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা হ্রাস/ বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে।

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাজস্ব আহরিত হয়েছে ৩,৬৬,৫৮৩ কোটি টাকা, যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৮৪.৬৬ শতাংশ;
- চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ৯৫,৫০৯ কোটি টাকা, যা বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার ১৯.১০ শতাংশ;
- ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে এনবিআর-কর রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি ১১.৬ শতাংশ; এ সময়ে এনবিআর-বহির্ভূত কর রাজস্ব আহরণ প্রবৃদ্ধি (-০.৩) শতাংশ;
- চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ১৭,৭৩৫ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৬৪.৫ শতাংশ বেশী ।

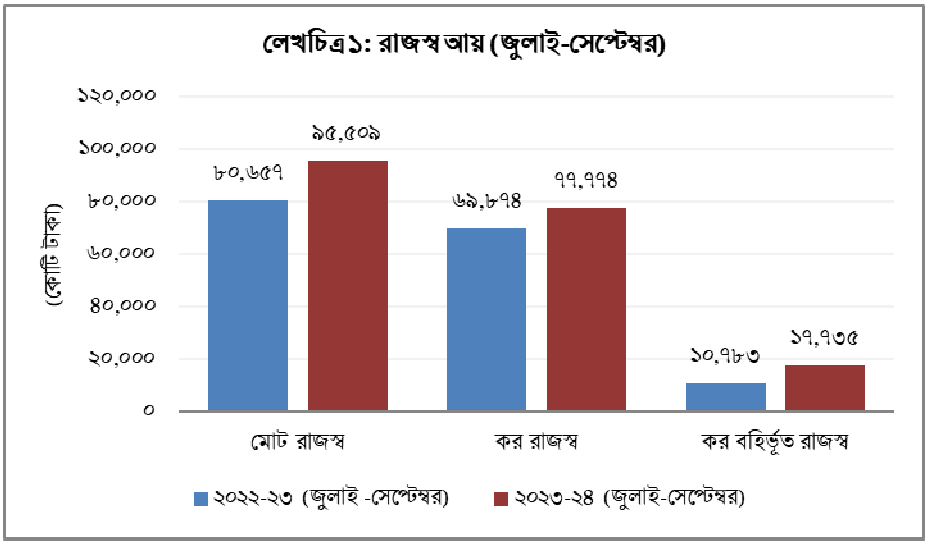

উৎস: আইবাস++, অর্থ বিভাগ।

ক.২ এনবিআর কর রাজস্ব আহরণ

সারণি ২: এনবিআর কর রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

খাত	২০২২-২৩ (প্রকৃত)	জুলাই-সেপ্টেম্বর (প্রকৃত)		জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে প্রবৃদ্ধি (%)
		২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৩-২৪
১	২	৩	৪	৫
আয় ও মুনাফার ওপর কর	১,০৭,১৩৪	২০,৮৩২	২৩,০৭২	১০.৮
মূল্য সংযোজন কর	১,২৬,২০৭	২৮,০৭০	৩১,৫১৬	১২.৩
সম্পূরক শুল্ক	৪৪,৫৩৩	৯,৪৮০	১০,৮৪৬	১৪.৪
আমদানি শুল্ক	৩৬,১৮২	৮,৮২১	৯,৪১৯	৬.৮
রপ্তানি শুল্ক	৩	৩	০	-৯৮.৮
আবগারি শুল্ক	৪,০৬৩	৩৫৬	৪৬৩	৩০.০
অন্যান্য কর ও শুল্ক	১,৫৭৯	৩৪১	৪৯৩	৪৪.৪
মোট	৩,১৯,৭০১	৬৭,৯০২	৭৫,৮০৯	১১.৬

উৎস: আইবাস++, অর্থ বিভাগ।

- ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের তুলনায় চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে এনবিআর-কর রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১১.৬ শতাংশ।

লেখচিত্র ২: ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে আহরিত এনবিআর রাজস্বে বিভিন্ন খাতের অবদান

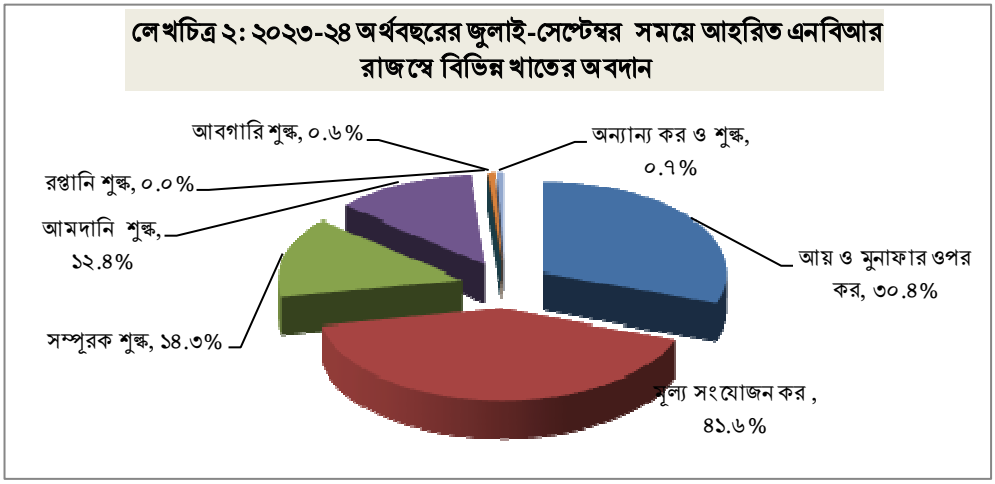

উৎস: আইবাস++, অর্থ বিভাগ।

ক.৩ এনবিআর কর রাজস্ব আহরণ

সারণি ৩: এনবিআর কর রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত আহরণ	সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত আহরণ	জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩-২৪	
				পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি (%)	বাজেটের তুলনায় অর্জন (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
আমদানি শুল্ক	৪৬,০১৫	৯,০৫০	৯,৬৪১	৬.৫২	২০.৯৫
ভ্যাট (আমদানি পর্যায়ে)	৫৪,৯৪৪	১০,৯০৯	১১,৯৪২	৯.৪৭	২১.৭৩
সম্পূরক শুল্ক (আমদানি পর্যায়ে)	১৫,০৭৫	২,৪৯৪	২,৫৪৬	২.০৯	১৬.৮৯
রপ্তানি শুল্ক	৬৬	৩	০	-৯৯.৬	০.০২
উপমোট	১১৬,১০০	২২,৪৫৫	২৪,১২৮	৭.৪৫	২০.৭৮
আবগারি শুল্ক	৫,২০৮	৫,০৩৫	৪৪৭	-৯১.১৩	৮.৫৮
ভ্যাট (স্থানীয় পর্যায়ে)	১১০,৭৭২	১৩,৫৩৪	২০,২০৯	৪৯.৩২	১৮.২৪
সম্পূরক শুল্ক (স্থানীয় পর্যায়ে)	৪৩,১১৯	৫,৭৭৮	৮,১০৯	৪০.৩৫	১৮.৮১
টার্ন ওভার ট্যাক্স	১	০	০	২৫০	৩৮.৮৯
অন্যান্য (স্থানীয় পর্যায়ে)	০	২০০	২১৮	৮.৮৭	-
উপমোট-	১,৫৯,১০০	২৪,৫৪৭	২৮,৯৮২	১৮.০৭	১৮.২২
আয়কর	১৫৩,০৬৫	১৯,৮১১	২৩১৯৫	১৭.০৮	১৫.১৫
ভ্রমণ কর	১,৭৩৫	৩১৫	৪৪৬	৪১.৬৭	২৫.৬৯
প্রত্যক্ষ কর হতে মোট আয়	১৫৪,৮০০	২০,১২৬	২৩,৬৪১	১৭.৪৭	১৫.২৭
সর্বমোট	৪৩০,০০০	৬৭,১২৭	৭৬,৭৫১	১৪.৩৪	১৭.৮৫

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর হিসাবমতে চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার ১৭.৮৫ শতাংশ কর আদায় হয়েছে।
- রাজস্ব প্রদান পদ্ধতির অটোমেশনের কারণে কিছু রাজস্ব আদায় তথ্যে আইবাস ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তথ্যের মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে।

খ.১ সরকারি ব্যয়

সারণি ৪: সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

খাত	২০২২-২৩	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে প্রকৃত ব্যয়		২০২৩-২৪ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন
	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়	বাজেট	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	
মোট ব্যয়	৬৬০,৫০৮ ।১৪.৮৮।	৫৬৫,৭৫৪ ।১২.৭৪।	৭৬১,৭৮৫ ।১৫.১২।	৮২,৪৩৪ (১৪.৭৩)	৮৩,৬৫০ (১.৪৮)	১০.৯৮
পরিচালনসহ অন্যান্য ব্যয়	৪৩২,৯৪১ ।৯.৭৫।	৩৭৪,১৯২ ।৮.৪৩।	৪৯৮,৭৮৫ ।৯.৯০।	৬৯,৮০৬ (১৭.৮৫)	৬৮,৪৯০ (-১.৮৯)	১৩.৭৩
এডিপি ব্যয়	২২৭,৫৬৬ ।৫.১৩।	১৯১,৫৬৩ ।৪.৩২।	২৬৩,০০০ ।৫.২২।	১২,৬২৮ (০.০৫)	১৫,১৬০ (২০.০৫)	৫.৭৬

উৎস: আইবাস++, অর্থ বিভাগ
নোট: বন্ধনীর | | মাঝের সংখ্যা জিডিপির (২০১৫-১৬ অর্থবছরকে ভিত্তিবছর ধরে) শতাংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে
বন্ধনীর () মাঝের সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা হ্রাস/ বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে।

- গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ব্যয় হয়েছে ৫,৬৫,৭৫৪ কোটি টাকা যা সংশোধিত বাজেটের প্রায় ৮৫.৬৫ শতাংশ;
- চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পরিচালন ব্যয়সহ অন্যান্য ব্যয় বার্ষিক বরাদ্দের ১৩.৭৩ শতাংশ; এক্ষেত্রে ব্যয় গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১.৮৯ শতাংশ কমেছে;
- চলতি অর্থবছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি খাতে ব্যয় মোট বরাদ্দের ৫.৭৬ শতাংশ।

লেখচিত্র ৩: সরকারি ব্যয় (জুলাই-সেপ্টেম্বর)
(কোটি টাকা)

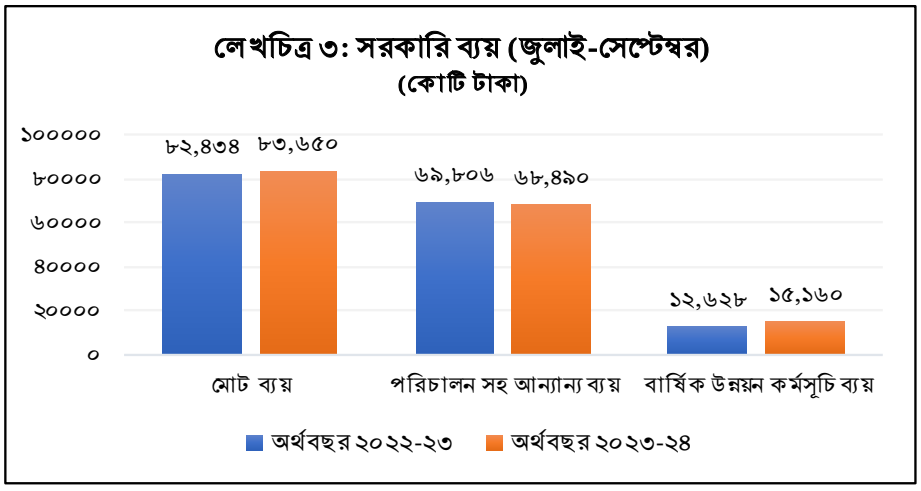

উৎস: আইবাস++, অর্থ বিভাগ

খ.২ ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয়

সারণি ৫: ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয় পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	২০২২-২৩		২০২৩-২৪ বাজেট	জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়কালে ব্যয়			২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন (%)
	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়		২০২২-২৩	২০২৩-২৪	প্রবৃদ্ধি (%)	
স্থানীয় সরকার বিভাগ	৪৫২০২	৩৬০২৬	৪৬৭০৪	২৯০২	৩৪০১	১৭.১৮	৭.২৮
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	৩৩৬৫২	৩০৫০৩	৪২৮৩৮	৫৩৩৯	৫৬৭৫	৬.৩১	১৩.২৫
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	৩৬২৭৭	৩১৬২৪	৪১৭৩৩	৬৩৬৮	৫৪৭২	-১৪.০৮	১৩.১১
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	৩৫২৪৮	৩০৯৪৩	৩৯৭১০	১৯৭৩	১৮৯৬	-৩.৮৯	৪.৭৮
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	২৭৭০৩	২৩৮৮৯	৩৪৭২২	৩৬৫২	৩৯৯০	৯.২৭	১১.৪৯
বিদ্যুৎ বিভাগ	২৫২৮৮	২৫২৯০	৩৩৮২৫	৯৫১	৭৬৫	-১৯.৫৫	২.২৬
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	২৩০৫২	১৭৬২৬	২৯৪৩১	২০৭৫	২৩৭৫	১৪.৪৬	৮.০৭
জননিরাপত্তা বিভাগ	২২৫৭৭	২১২৯২	২৫৬৯৭	৩৮২৬	৪১৩১	৭.৯৮	১৬.০৮
কৃষি মন্ত্রণালয়	৩৩৮০৫	৩২৫৩৯	২৫১১৮	৩৮১১	৪৬৪৫	২১.৮৯	১৮.৪৯
রেলপথ মন্ত্রণালয়	১৬৪৭৮	১৪৭০৩	১৯০১০	৯৮৮	৬৭৩	-৩১.৮৩	৩.৫৪
মোট (১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়)	২৯৯২৮২	২৬৪৪৩৬.	৩৩৮৭৮৭	৩১৮৮৪	৩৩০২৪	৩.৫৮	৯.৭৫
অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ	৩৬১২৩০	৩০১৩১৮	৪২৩০০২	৫০৫৫০	৫০৬২৬	০.১৫	১১.৯৭
সর্বমোট	৬৬০৫১২	৫৬৫৭৫৪	৭৬১৭৮৯	৮২৪৩৪	৮৩৬৫০	১.৪৮	১০.৯৮

উৎসঃ আইবাস$^{++}$, অর্থ বিভাগ

- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বিপরীতে বরাদ্দ হলো মোট বাজেটের ৪৪.৪৭ শতাংশ; অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগের বিপরীতে বরাদ্দ মোট বাজেটের ৫৫.৫৩ শতাংশ;
- ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের ব্যয় বরাদ্দের ৯.৭৫ শতাংশ; অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগের ব্যয় ১১.৯৭ শতাংশ; মোট ব্যয় বাজেটের ১০.৯৮ শতাংশ;
- সার্বিকভাবে চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে মোট ব্যয় বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১.৪৮ শতাংশ বেড়েছে।

খ.৩ ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

সারণি ৬: ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	২০২৩-২৪ অর্থবছর		জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে ব্যয়			২০২৩-২৪ বরাদ্দের তুলনায় অর্জন (%)
	বরাদ্দ	প্রকল্প সংখ্যা	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	প্রবৃদ্ধি (%)	
স্থানীয় সরকার বিভাগ	৩৯৯৯৮	২১৬	৩৫২২	৪৩৭৭	২৪.৩	১০.৯
বিদ্যুৎ বিভাগ	৩১২৪৫	৬২	৩৭৯০	২৬৭০	-২৯.৬	৮.৫
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	৩২৮৫৫	১৪১	২৩৭৬	১৭৬২	-২৫.৮	৫.৪
রেলপথ মন্ত্রণালয়	১৪৩৭৩	২৮	১৭৭৫	২১৩৭	২০.৪	১৪.৯
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	১৩১৯৩	৫৮	৮৯৭	৭৬৬	-১৪.৬	৫.৮
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১২৬৬৮	২৪	১৯০৫	৪৯১	-৭৪.২	৩.৯
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	১২০০৮	৩৯	৫৭৪	৫৩৫	-৬.৯	৪.৫
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১০৭৯৮	৭	৪৫৬	৫৫৮	২২.৪	৫.২
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	৯২৬০	৩২	২২২	১৪২	-৩৬.১	১.৫
সেতু বিভাগ	৮৬৮৩	৯	১১৩৫	৯০৯	-১৯.৯	১০.৫
মোট (১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়)	১৯০১৯৫	৬১৬	১৬৬৫২	১৪৪৫০	-১৩.২	৭.৬
অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ	৭২৮০৫	৬৮৬	৫২৪৪	৫৫৮৭	৬.৫	৭.৭
সর্বমোট ব্যয়	২৬৩০০০	১৩০২	২১৮৯৬	২০০৩৭	-৮.৫	৭.৬

উৎস: আইএমইডি

নোট: এ সারণিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতীত বরাদ্দ/ব্যয় দেখানো হয়েছে

আইএমইডি এর হিসাব অনুযায়ী-

- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৭২.৩ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে; অন্যান্য বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দ করা হয়েছে ২৭.৭ শতাংশ;
- জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে ১০টি মন্ত্রণালয়ের ব্যয় হয়েছে বার্ষিক বরাদ্দের ৭.৬ শতাংশ; অন্যান্য বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের ব্যয় হয়েছে বার্ষিক বরাদ্দের ৭.৭ শতাংশ;
- সার্বিকভাবে চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে মোট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৮.৫ শতাংশ কমেছে।

গ. বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

গ.১. বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

সারণি ৭: বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	জুলাই-সেপ্টেম্বর (প্রকৃত)	
	প্রকৃত	বাজেট	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
বাজেট ভারসাম্য (অনুদান ব্যতীত)	-১৯৯,১৫৯ ।-৪.৪৯।	-২৬১,৭৯০ ।-৫.২৩।	-১,৭৭৫ ।-০.০৪।	১১,৮৬৫ ।০.২৪।
অর্থায়ন	১৯৮,২২০ ।৪.৪৭।	২৬১,৭৮৫ ।৫.১৯।	১,৬৩৮ ।০.০৪।	-১২,১৩৮ ।-০.২৪।
বৈদেশিক	৭৯,৬৫৩ ।১.৭৯।	১০৬,৩৯০ ।২.১১।	২,৬২৬ ।০.০৬।	-৫,৭১৩ ।-০.১১।
অভ্যন্তরীণ	১১৮,৫৬৭ ।২.৬৭।	১৫৫,৩৯৫ ।৩.০৮।	-৯৮৮ ।-০.০২।	-৬,৪২৫ ।-০.১৩।
ব্যাংক	১১৮,০২৫ ।২.৬৬।	১৩২,৩৯৫ ।২.৬৩।	৭,২১১ ।০.১৬।	৬,৬১৫ ।০.১৩।
ব্যাংক বহির্ভূত	৫৪২ ।০.০১।	২৩,০০০ ।০.৪৬।	-৮,১৯৯ ।-০.১৮।	-১৩,০৪০ ।-০.২৬।

উৎস: আইবাস$^{++}$, অর্থ বিভাগ

নোট: বন্ধনীর ।। মাঝের সংখ্যা জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

- ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে মোট ঘাটতি প্রাক্কলন (অনুদান ব্যতীত) করা হয়েছে ২ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৯০ কোটি টাকা যা উক্ত অর্থবছরের অনুমিত জিডিপি'র ৫.২৩ শতাংশ;
- ব্যাংক উৎস হতে নিট অর্থায়নের প্রাক্কলন করা হয়েছে ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৩৯৫ কোটি টাকা যা অনুমিত জিডিপি'র ২.৬৩ শতাংশ;
- চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক শেষে বাজেট উদ্বৃত্ত হয়েছে ১১ হাজার ৮৬৫ কোটি টাকা; বিগত অর্থবছরে একই সময়ে ঘাটতি ছিল ১ হাজার ৭৭৫ কোটি টাকা।

গ.২. বৈদেশিক সহায়তা পরিস্থিতি

সারণি ৮: বৈদেশিক সহায়তা পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

খাত	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	জুলাই-সেপ্টেম্বর (প্রকৃত)	
	প্রকৃত	বাজেট	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
নিট অর্থায়ন (বৈদেশিক)	৭৯,৬৫৩	১০৬,৩৯০	২,৬২৬	-৫,৭১৩
ঋণ	৯৪,৩৯৬	১২৭,১৯০	৬,৫৫৬	১,৮৪৩
অনুদান	২,৭৪৮	৩,৯০০	০	৫৩৭
ঋণ পরিশোধ	-১৭,৪৯১	-২৪,৭০০	-৩,৯৩০	-৮,০৯৪

উৎস: আইবাস$^{++}$, অর্থ বিভাগ

- ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে নিট বৈদেশিক অর্থায়ন গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় কমেছে;
- চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৮ হাজার ৩৩৯ কোটি টাকা কম বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে।

ঘ. মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

ঘ.১ মুদ্রা ও ঋণ প্রবাহ

সারণি ৯. মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

(মেয়াদ শেষে বছরভিত্তিক শতকরা পরিবর্তন)

খাত	জুন ২০২২		জুন ২০২৩		সেপ্টেম্বর ২০২৩	মুদ্রানীতি বিবৃতির লক্ষ্যমাত্রা	
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন		ডিসেম্বর ২০২৩	জুন ২০২৪
ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ	১৫.০	৯.৪	১১.৫	১০.৫	৯.০	৯.৫	১০.০
নিট বৈদেশিক সম্পদ	১০.৪	-৪.৭	-১১.৯	-১৩.১	-১২.৬	-২০.৩	৪.৯
নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১৬.৫	১৪.০	১৭.৯	১৬.৯	১৪.২	১৬.৮	১১.০
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৭.৮	১৬.১	১৮.৫	১৫.৩	১২.৯	১৬.৯	১৫.৩
সরকারি খাত	৩২.৬	২৭.৭	৩৭.৭	৩৪.৯	২৬.৩	৪৩.০	৩০.০
বেসরকারি খাত	১৪.৮	১৩.৭	১৪.১	১০.৬	৯.৭	১০.৯	১১.০
রিজার্ভ মুদ্রা	১০.০	-০.৩	১৪.০	১০.৫	১.২	০.০	৬.০

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

ঘ.২. সুদের হার

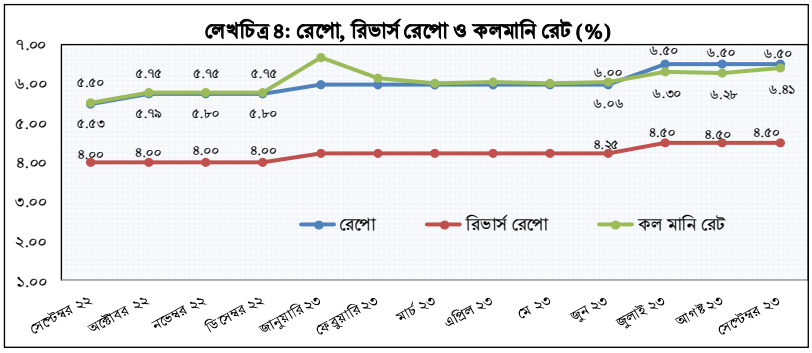

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

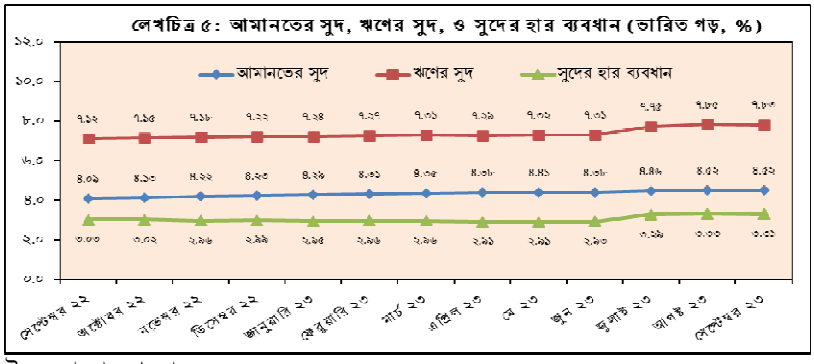

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

৬. বৈদেশিক খাত

৬.১. আমদানি, রপ্তানি ও প্রবাস আয়

সারণি ১০: আমদানি, রপ্তানি ও প্রবাস আয় পরিস্থিতি

খাত	২০২২-২৩	জুলাই-সেপ্টেম্বর	
		২০২২-২৩	২০২৩-২৪
রপ্তানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৫৫৫৫৮.৭৭	১২৪৯৬.৮৮	১৩৬৮৫.৪৪
প্রবৃদ্ধি (%)	৬.৬৭	১৩.৩৮	৯.৫১
আমদানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৬৯৪৯৫.০	১৯৩৪৮.০	১৪৭৪৯.০
প্রবৃদ্ধি (%)	-১৫.৭৬	১১.৭০	-২৩.৭৭
প্রবাস আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	২১৬১০.৭০	৫৬৭২.৮৫	৪৯১৬.২৬
প্রবৃদ্ধি (%)	২.৭৫	৪.৮৯	-১৩.৩৪

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো; (প্রবৃদ্ধি: পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়)

৬.২. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

সারণি ১১: বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পরিস্থিতি

খাত	৩০ জুন ২০২২	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২	৩০ জুন ২০২৩	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মি. মার্কিন ডলার)	৪১৮২৬.৭৩	৩৬৪৭৬.৪১	৩১২০২.৯৮	২৬৯০৮.৪০
আমদানি মাস হিসেবে	৬.১	৭.৩	৫.০	৫.৮

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

৬.৩. মুদ্রা বিনিময় হার (টাকা /ইউএসডি)

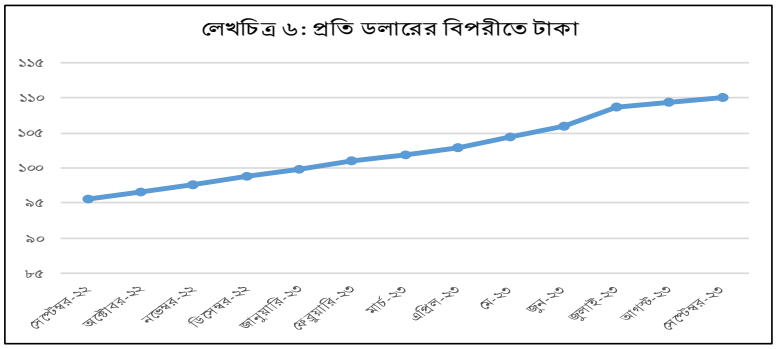

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

চ. মূল্যস্ফীতি

চ.১. মূল্যস্ফীতির গতিধারা

সারণি ১২: মূল্যস্ফীতির গতিধারা

মূল্যস্ফীতি (%)	২০২২-২৩				২০২৩-২৪			
	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	প্রান্তিক শেষে বার মাসের গড়	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	প্রান্তিক শেষে বার মাসের গড়
সাধারণ	৭.৪৮	৯.৫২	৯.১০	৬.৯৬	৯.৬৯	৯.৯২	৯.৬৩	৯.২৯
খাদ্য	৮.১৯	৯.৯৪	৯.০৮	৭.০৪	৯.৭৬	১২.৫৪	১২.৩৭	৯.৩৭
খাদ্য-বহির্ভূত	৬.৩৯	৮.৮৫	৯.১৩	৬.৮৪	৯.৪৭	৭.৯৫	৭.৮২	৯.৪৪

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

লেখচিত্র ৭: মূল্যস্ফীতি (১২ মাসের গড়)

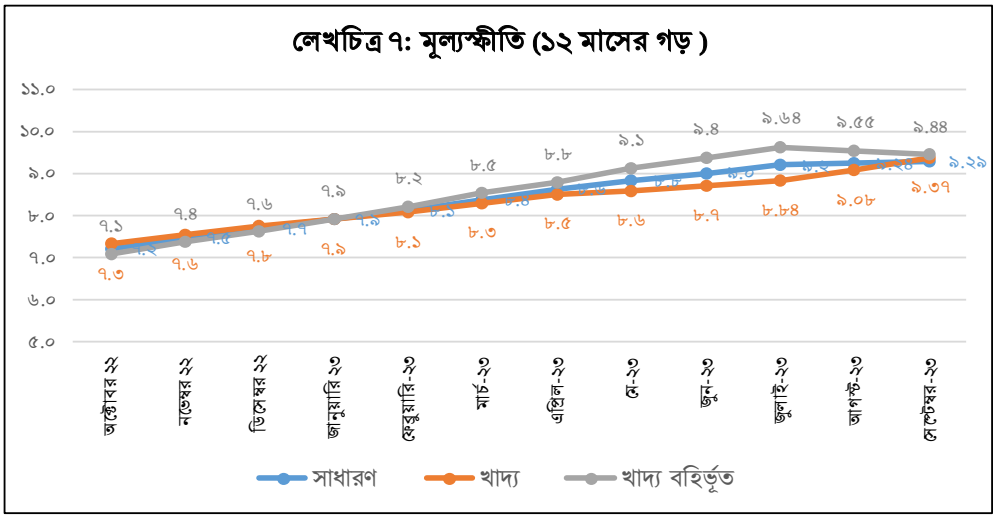

উৎস: বিবিএস

বিজি প্রেস-২০২৩-২৪/৫৫৬১ কম-এ-৬০০ বই, ২০২৪